দর্শনা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার উপলক্ষে মানববন্ধন

আওয়ামীলীগের সভাপতি ও ফ্যাসিস্ট সরকারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ সাধারণ মানুষের গুম খুন বিচার বহির্ভূত হত্যা বিচারের দাবিতে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার বেলা পৌনে ১২ টার দিকে দর্শনা সরকারি কলেজ শহীদ মিনারের সামনের সড়কে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, দর্শনা থানা ছাত্রদলের সদস্য সচিব ফরহাদ হোসেন, দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের আহ্বায়ক ফজলুর রহমান, সদস্য সচিব পলাশ আহমেদ, যুগ্ম আহ্বায়ক আসিফ হাসান, যুগ্ম আহ্বায়ক রাজু আহমেদ, ১ নং সদস্য হাসান আলী, দর্শনা পৌর ছাত্রদল নেতা শেখর শাওন ও আরিফ হোসেন, ডিপার্টমেন্ট নেতৃবৃন্দ অমিন হাসান, মুস্তাফিজুর রহমান সাইফ, ইমন, লিখন, আবিদ, সজীব, মেহেদী হাসান সহ সাধারণ শিক্ষার্থীবৃন্দ।

৪ দফা দাবীতে ঝিনাইদহে ম্যাটস শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

১০ম গ্রেডে শুন্যপদে নিয়োগ, নতুন পদ সৃজন, আন্তর্জাতিক মানদন্ড ও বিএমএন্ডডিসি স্বীকৃত ক্লিনিক্যাল বিষয়ে উচ্চশিক্ষাসহ ৪ দফা দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেছেন ঝিনাইদহ ম্যাটস’র শিক্ষার্থীরা।

আজ সোমবার (৯ ডিসেম্বর) সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সামনে

সাধারণ ম্যাটস শিক্ষার্থী ঐক্য পরিষদের ব্যানারে এ কর্মসূচী পালন করা হয়।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ঝিনাইদহ ম্যাটস ও তোফাজ্জেল হোসেন ম্যাটস’র শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়। সেসময় সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক শাহরিয়ার পরশ, ঝিনাইদহ ম্যাটস’র শিক্ষার্থী নাজমুল হাসান, মঈন উদ্দিন, আদিত্য কর্মকার, মিলি, সাগর পালসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা, সতন্ত্র মেডিকেল এডুকেশন বোর্ড, অসংগতিপুর্ণ কোর্স কারিকুলাম সংশোধন, ১ বছরের ভাতাসহ ৪ দফা দাবী বাস্তবায়নের দাবী জানান।

ঝিনাইদহে ক্যাবের আয়োজনে প্রতিবাদ, মানববন্ধন ও র্যালী

দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে আলু পেঁয়াজসহ নিত্যপণ্যের অস্বাভাবিক মুল্যবৃদ্ধি ও আইনে নিষিদ্ধ খোলা বাজারে ভোজ্য তেল বিক্রির প্রতিবাদে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকালে শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

কর্মসূচীতে ক্যাবের সভাপতি আমিনুর রহমান টুকু, সাধারণ সম্পাদক শরিফা খাতুন, সদস্য এন এম শাহজালাল, কৃষিবিদ আহম্মেদ হোসেন, আব্দুল মজিদ, সাংবাদিক ও আইনজীবী আলাউদ্দিন আজাদ, চ্যানেলটোয়েন্টিফোর’র প্রতিনিধি সাদ্দাম হোসেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধি শারমিন সুলতানাসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা, আলু পেঁয়াজসহ নিত্যপণ্যের মুল্যবৃদ্ধিতে দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীদের কারসাজি ও সিন্ডিকেটকে দায়ী করে দ্রুতই এদের

বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী জানান। সেই সাথে খোলা বাজারে ভোজ্য তেল বিক্রি আইনে নিষিদ্ধ হলেও তা অবাধে বিক্রি হচ্ছে যা দ্রুত বন্ধ করার দাবীও জানান।

এর আগে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বর থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে পোস্ট অফিস মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। মানববন্ধন শেষে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের বরাবর স্মারকলিপি প্রদাণ করা হয়।

ঝিনাইদহে বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ দখলমুক্ত করার দাবীতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের মহেশপুর অবৈধ দখল হওয়া খেলার মাঠ দখলমুক্ত করার দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার এমকে এ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ মানববন্ধন কর্মসূচীর আয়োজন করে স্থানীয় গ্রামবাসী। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়। সেসময় বক্তৃতা করেন আব্দুর রশিদ, জাহাঙ্গীর প্রমূখ।

তাদের অভিযোগ, এমকেএ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ দখল করে স্থানীয় প্রভাবশালী আজিজ ও তার ভাই হান্নান ঘর নির্মাণ করছে। এছাড়াও প্রাচীর তৈরীর পায়তারা করছে। এতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই তারা দ্রুত খেলার মাঠটি দখলমুক্ত করার দাবি জানান।

ইসকন নিষিদ্ধের দাবীতে ঝিনাইদহে হেফাজত ইসলামের বিক্ষোভ মিছিল

ইসকনের নৃশংস হত্যাকেন্ডর প্রতিবাদ ও ইসকন নিষিদ্ধের দাবীতে ঝিনাইদহে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হেফাজত ইসলাম বাংলাদেশ।

আজ শুক্রবার বাদ জুম্মা বিভিন্ন স্থান থেকে খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে শহরের পায়রা চত্বরে জড়ো হতে থাকে। সেখান থেকে এক প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। শেষে মিছিলকারীরা আবারো পায়রা চত্বরে ফিরে এক বিক্ষোভ সমাবেশে মিলিত হয়।

সমাবেশে বক্তৃতা করেন, হেফাজত নেতা মুফতি আরিফ বিল্লাহ, মাও: আবুল বাশার, মুফতি নাজমুল ইসলাম, শায়েখ জুবায়ের আহমেদসহ অন্যান্যরা।

বক্তারা বলেন, ইসকন একটা উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠন। ইসকনের হাতে নৃশস হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছেন এডভোকেট সাইফুল ইসলাম আলিফ। তারা এই হত্যাকান্ডের তীব্র নিন্দা প্রতিবাদ ও অবিলম্বে ইসকন নিষিদ্ধের দাবি জানান।

ইসকন নিষিদ্ধের দাবীতে কুষ্টিয়ায় খেলাফত মজলিসের বিক্ষোভ মিছিল

ইসকনকে উগ্রবাদী সন্ত্রাসী সংগঠন আখ্যা দিয়ে মসজিদে হামলা ও চট্টগ্রামে আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফকে হত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস কুষ্টিয়া জেলার

নেতৃবৃন্দ।

আজ শুক্রবার (২৯ নভেম্বর) বাদ আসর শহরের বড়বাজার মসজিদ থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। এতে খেলাফত মজলিসের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও কেন্দ্রীয় বড় মসজিদ, বড় বাজার জামে মসজিদসহ আশেপাশের মসজিদের মুসল্লীরা যোগ দেন।

মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ চত্বরে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়।

মিছিলে’, ‘নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার’, ‘ইসকনকে নিষিদ্ধ কর, করতে হবে করতে হবে’ এমন নানা স্লোগান দেন মুসল্লীরা।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা আব্দুল লতিফ খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাফেজ আরিফুজ্জামানের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস কুষ্টিয়া জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হাকিম, সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুল খালেক, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মুমিনুল ইসলাম, বাংলাদেশ খেলাফত যুব মজলিসের সভাপতি মাওলানা শারাফাত হুসাইন, তরুণ গবেষক এবং বিশ্লেষক আবু মিরাজ রুদ্র (ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল অফ বিজনেস) প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, বিগত সরকার আলেমদের অত্যাচার করেছে, নির্যাতন করেছে। তবে তারা ইসকনকে লালন করেছে। ইসকন সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালিত করে মসজিদে হামলা করছে, আইনজীবীকে হত্যা করেছে। তাদের অবিলম্বে নিষিদ্ধ করার দাবি জানান তারা।

তারা বলেন, ইসকনকে নিষিদ্ধ না করলে তৌহিদী জনতার আন্দোলন আরও বেগবান হবে তখন সরকারকে বেকাদায় পড়তে হবে। সময় থাকতে ইসকনকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানান তারা।

বিক্ষোভ মিছিলে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস কুষ্টিয়া জেলার নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন পর্যায়ের সাধারণ মানুষ ও শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।

বিডিআর হত্যাকান্ডের বিচার ও চাকরী পুর্ন:বহালের দাবিতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন

২০০৯ সালে পিলখানায় বিডিআর হত্যাকান্ডের বিচার ও চাকুরীচ্যুতদের পুর্ন:বহালের দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

আজ বুধবার দুপুরে শহরের পায়রা চত্তরে বিডিআর কল্যাণ পরিষদ ও জেলা ক্ষতিগ্রস্থ বিডিআর সদস্যদের ব্যানারে এ কর্মসূচি পালিত হয়। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে চাকুরীচ্যুত বিডিআর সদস্য ও তাদের পরিবারের লোকজন অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে বিএম কামরুজ্জামান, হাবিলদার আলিফ হোসেন, মনিরুল ইসলামসহ সংগঠনটির অন্যান্য সদস্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারী পিলখানায় সিমান্তরক্ষী বাহিনীর সদর দপ্তরে স্বৈরাচারী তৎকালীন শেখ হাসিনা সরকার পরিকল্পিতভাবে ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জনকে হত্যা করে। তাদের হত্যার পুন:বিচার ও সেসময়ে চাকুরীচ্যুত বিডিআর সদস্যদের চাকরী পূন:বহালের দাবি জানান।

মেহেরপুরে পিপির নিয়োগ প্রত্যাহারের দাবীতে মানববন্ধন

হোটেল আটলান্টিকার নারী কেলেঙ্কারির অভিযুক্ত আসামীকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর ও মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি পদ থেকে মোস্তাফিজুর রহমান তুহিনকে অপসারণের দাবীতে মেহেরপুরে মানবন্ধন করেছে বাংলাদেশ তথ্য ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশন মেহেরপুর জেলা শাখা।

আজ বৃহস্পতিবার (২১ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে জেলা প্রশাসকের কাযার্লয় চত্তরে এ কর্মসূচী পালন করে তারা। তাকে প্রত্যাহার না করা হলে বৃহত্তর আন্দোলনের ঘোষনা দেন তারা।

মানবন্ধনে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ তথ্য ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশন মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি সাংবাদিক রফিক উল আলম ও সাধারণ সম্পাদক মোছাঃ দিলারা পারভীন।

এ সময় তারা বলেন, সামাজিক অবক্ষয় দিন দিন বেড়ে চলেছে। এমন এক ব্যক্তি, যিনি সামাজিক অবক্ষয় ও নারী কেলেঙ্কারির সঙ্গে সরাসরি জড়িত এবং সেই মামলার এক নম্বর আসামি, তাকে কীভাবে একই আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলো? এটি সত্যিই বিস্ময়কর ও প্রশ্নবিদ্ধ। একজন ব্যক্তি, যিনি নারী কেলেঙ্কারির মামলায় অভিযুক্ত এবং বিচারাধীন, তাকে এমন দায়িত্ব দেওয়া কীভাবে সম্ভব? সাধারণ জনগণ এ ধরনের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারছে না এবং এতে ন্যায়বিচারের প্রতি আস্থা আরও দুর্বল হয়ে পড়ছে।

উল্লেখ্য, মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন ওরফে তুহিন আরন্য একটি স্যাটেলাইট টেলিভিশনের স্টাফ রিপোর্টার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। তার বিরুদ্ধে পর্নগ্রাফি ও চাঁদাবাজির অভিযোগে দুটি মামলা চলমান। এ মামলায় তিনি এক সপ্তাহ হাজত বাসও করেছেন। এনিয়ে বিভিণ্ণ গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয় ওই সময়ে।

মেহেরপুরে দুই পিপির নিয়োগ প্রত্যাহারের দাবীতে শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতে আবু সালেহ নাসিম ও নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর হিসেবে মোস্তাফিজুর রহমান তুহিনকে নিয়োগ দেওয়ার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কমীর্রা।

আজ বুধবার (২০ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে জেলা প্রশাসকের কাযার্লয় চত্তরে এ কর্মসূচী পালন করে তারা। এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের দুজনকে প্রত্যাহার না করা হলে বৃহত্তর আন্দোলনের ঘোষনা দেন তারা।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন মেহেরপুর জেলা শাখার আহ্বায়ক ইমতিয়াজ আহমেদের নেতৃত্বে যুগ্ম আহ্বায়ক জাইমুল হাসান, আব্দুল মোমিন, সংগঠক আশিক রাব্বি, আইনজীবী মিজানুর রহমান-১, মিজানুর রহমান-২, মেহেরপুর তথ্য ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক দিলারা পারভীন। মানববন্ধনে অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন ওরফে তুহিন আরন্য আলোচিত আটলান্টিক হোটেল কেলেঙ্কারির মূল আসামি। এ মামলায় নারীদের অনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার ও দেহ ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ রয়েছে। পুলিশি তদন্ত এবং আসামিদের জবানবন্দিতেও মোস্তাফিজুর রহমান তুহিনের নাম বারবার উঠে এসেছে। মোস্তাফিজুর রহমান তুহিনসহ ১৮ জনকে অভিযুক্ত করে পুলিশ আদালতে অভিযোগপত্রও দাখিল করে। এ মামলায় তুহিন এক সপ্তাহ হাজত বাসও করেছেন। জেলা ও দায়রা জজ আদালতে পাবলিক প্রসিকিউটর পদে নিয়োগ পাওয়া আবু সালেহ নাসিমকে নিয়েও আপত্তি জানান বিক্ষোভকারীরা।

মানববন্ধনে অংশ নেওয়া আইনজীবী মিজানুর রহমান বলেন, আবু সালেহ নাসিম ২০০৯ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ফ্যাসিস্ট সরকারের এপিপি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনিই এই সরকারের আমলে পিপি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। তাঁর বোন এখনো এপিপি হিসেবে বহাল আছেন। মেহেরপুরেরর আলোচিত আটলান্টিক কেলেঙ্কারি মামলার চার্জশীটভুক্ত আসামি মোস্তাফিজুর রহমান তুহিনকে স্পর্শকাতর নারী ও শিশু নিযার্তন প্রতিরোধ ট্রাইব্যুনালের পিপি হিসেবে কীভাবে নিয়োগ

দেওয়া হয় তা আমার বোধগম্য নয়।

অপর আইনজীবী মিজানুর রহমান বলেন, যে দুইজন আইনজীবীকে পিপি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তাদের হাতে ১০টির বেশি মামলা নেয়। অথচ তাদের গুরত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখার আহবায়ক ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, জেলা প্রশাসনের সাথে ছাত্র প্রতিনিধিদের যে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছিল, আজ থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কোনো ছাত্র প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করবে না। যতদিন না তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আজ থেকে ছাত্ররা প্রশাসনকে কোনো সাহায্য করবে না, যতক্ষণ না এই দুর্নীতিগ্রস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের অপসারণ করা হয়।

তিনি আরও বলেন, হোটেল আটলান্টিকা ঘটনার আসামিকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ কারণে আমরা মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করছি। একজন মামলার আসামিকে কীভাবে এত গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, তা আমাদের বোধগম্য নয়। যদি তিনি এই মামলায় দোষী সাব্যস্ত হন, তাহলে আদালতের মর্যাদায় কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে, সেটাই আমরা চিন্তিত। আমরা প্রশাসনকে অবগত করছি, দ্রুত এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

উল্লেখ্য, মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন ওরফে তুহিন আরন্য একটি স্যাটেলাইট টেলিভিশনের স্টাফ রিপোর্টার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। তার বিরুদ্ধে পর্নগ্রাফি ও চাঁদাবাজির অভিযোগে দুটি মামলা চলমান। এ মামলায় তিনি এক সপ্তাহ হাজত বাসও করেছেন। এনিয়ে কালের কণ্ঠ অনলাইন সহ বিভিণ্ণ গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয় ওই সময়ে।

আলমডাঙ্গায় মোটর সাইকেলসহ

সবুজকে পুড়িয়ে হত্যা মামলার সকল আসামীকে গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবীতে বিক্ষোভ ও মানব বন্ধন

আলমডাঙ্গায় মোটর সাইকেলসহ সবুজকে পুড়িয়ে হত্যা মামলার আসামীদের বিচারের দাবীতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানব বন্ধন কর্সসুচী পালন করা হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেলে বাদেমাজু গ্রামবাসী থানার সামনের সড়কে এ বিক্ষোভ ও মানব বন্ধন কর্সসুচীর আয়োজন করেন।

মাবন বন্ধন ও বিক্ষোভকারীরা হত্যার ঘটনা সঠিক তদন্তের মাধ্যমে আসামীদের গ্রেফতার ও ফাঁসির দাবী জানান। তারা জানান, পুলিশ ৩ জন আসামীকে আটক করে প্রেস ব্রিফিং করলেও হত্যায় জড়িত সকল আসামীকে এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি। অবিলম্বে ঘটনায় জড়িত সকল আসামীকে গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনতে হবে।

ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধনে নিহত তুষার আহম্মেদ সবুজের মা তসুরা বেগম, বাবা জয়নাল আবেদিন ও মামা নাহারুল ইসলাম বক্তৃতা করেন। এলাকার তিন শতাধিক নারী-পুরুষ মানববন্ধনে অংশ গ্রহণ করেন।

মানববন্ধনে নিহত তুষার আহম্মেদ সবুজের মা তসুরা বেগম বলেন, গত মঙ্গলবার বিকেলে অজ্ঞাত একটি মোবাইলে তাঁর ছেলেকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। রাত ৯ পর্যন্ত তাঁর ছেলে সবুজের সাথে যোগাযোগ হলেও পরে মোবাইল ফোন বন্ধ থাকে। সেদিন রাতে বাড়ি না ফেরায় নিকটতম আত্নীয় ও বন্ধুদের বাড়িতে খোঁজাখুঁজি করা হয়। পরেরদিন বুধবার সকালে ফরিদপুর গজারিয়া মাঠে আগুনে পোড়া লাশ পাওয়া যায়।

কান্নাজড়িত কন্ঠে তিনি বলেন, আমার সোনাকে যারা মেরেছে তাদের বিচার চাই, সবুজ হত্যার বিচার চাই, খুনি সাগরের বিচার চাই। যারা এখনো ধরা পড়েনি তাদের দ্রুত আটক করে শাস্তির দাবি করেন। এসময় তসুরা খাতুন ছেলে হারানোর শোকে বারবার মোর্চা যাচ্ছিলেন।

নিহত তুষার আহম্মেদ সবুজের পিতা জয়নাল আবেদীন বলেন, আমি একজন দরিদ্র কৃষক। আমার একমাত্র ছেলেকে যারা নির্মমভাবে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছে তাদের সকলকে দ্রুত আইনের আওতায় এনে ফাঁসির দাবী

জানাচ্ছি।

প্রসঙ্গত, আলমডাঙ্গা উপজেলার ফরিদপুর গজারিয়া মাঠ নামক নির্জন মেহগনি বাগান থেকে বুধবার (১৩ নভেম্বর) সকালে পুলিশ মোটর সাইকেলসহ তুষার আহম্মেদ সবুজ (২১)’র পোড়ানো মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত সবুজ উপজেলার বাদেমাজু গ্রামের গরু ব্যবসায়ী জয়নাল আবেদীনের ছেলে। তিনি পুরাতন মোটরসাইকেল ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা করতেন।

গ্রামসূত্রে জানা যায়, ১২ নভেম্বর সন্ধ্যায় সবুজ বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন জনৈক এক যুবকের ফোন পেয়ে। রাতে সে আর বাড়ি ফেরেনি। সকালে সংবাদ পাওয়া যায় উপজেলার ফরিদপুর গজারিয়া নামক মাঠের মেহগনি বাগানে মোটর সাইকেলসহ তার পুড়ে যাওয়া মরদেহ পড়ে রয়েছে। সংবাদ পেয়ে পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনিসুজ্জামান লালন, আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমান ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

তিনি মূল রহস্য উদঘাটনসহ ঘটনার সাথে জড়িতদের গ্রেফতারের জন্য দিক নির্দেশনা দেন। এসপির দিক নির্দেশনায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান,আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমানের নেতৃত্বে জেলা গোয়েন্দা শাখার একটি টিম গত ১৪ নভেম্বর ভোরে অভিযান পরিচালরা করেন। এ সময় পৌর এলাকার গোবিন্দপুর গ্রামের সাহাদ আলীর ছেলে সাগর আলী ও চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের পশ্চিমপাড়ার মৃত ইউসুফ আলী বিশ্বাসের ছেলে জহুরুল ইসলাকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ বকসিপুর গ্রামের লাল্টু আলীর ছেলে নাজমুল হক পাপ্পুকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

এ গ্রেফতারের ঘটনায় গত ১৫ নভেম্বর চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান প্রেস ব্রিফিং করেন। প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি উল্লেখ করেন আটককৃতদের ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদে আমামী সাগর হত্যার সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে হত্যার বর্ণনা প্রদান করে। এবং স্বেচ্ছায় বিজ্ঞ আদালতে দোষ স্বীকার করে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি প্রদান করে।

প্রেস ব্রিফিংয়ে আরও উল্লেখ করা হয় এ হত্যাকান্ডের আগে পৌর এলাকায় অবস্থিত সরকারি ফুড গোডাউনের মধ্যে হত্যার বিষয়ে ফুড গোডাউনের নৈশপ্রহরী জহুরুল ইসলামসহ কয়েকজন একাধিক বৈঠক করে বলে

পুলিশের তদন্তে এ তথ্য উঠেছে । ঘটনার সাথে জড়িত আরও কয়েকজনকে গ্রেফতারের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।
গ্রেফতার কৃত তিন আসামীকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।